নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানা এলাকায় গুলিতে স্কুল ছাত্র শুভ নিহত এবং অপর দুইশিশু আহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৪ জুন ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার পাগলা বটতলা এলাকার ইসলামিয়া বাজার গলিতে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০ এর সদস্যরা এক মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। মাদকবিরোধী অভিযানের সময় পাগলা বটতলা ইসলামিয়া বাজার গলির বাসিন্দা আবু সাঈদ ও রহিমা বেগমের মেঝ ছেলে নবম শ্রেণীর ছাত্র স্বাধীন আহমেদ শুভ (১৫) গুলিতে নিহত এবং ছোট ছেলে মোঃ সোহাগ (৯) আহত হয়। একই সঙ্গে শুভর সহপাঠী এবং মোঃ বাহার উদ্দিন ও রোকেয়া বেগমের ছেলে বাদল হোসেন রাকিব (১৫) পেটের বাঁ পাশে ও বাঁ হাতে গুলি লেগে আহত হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটির সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- শুভর মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন
- আহত ব্যক্তি ও তাদের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ শুভ, সোহাগ ও বাদল

রহিমা বেগম (৪৫), শুভর মা

রহিমা বেগম অধিকারকে বলেন, তিনি ১৪ জুন ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে শুভ,সোহাগ ও শুভর সহপাঠী বাদলকে নিয়ে ডাল-পুরি কেনার জন্য দোকানে যাচ্ছিলেন। আবছা আলোতে

তিনি তাঁদের গেটের কাছে দেখতে পান, মহল্লার দুর্বৃত্ত মনির হোসেন, আরিফ হোসেন ভুলু এবং সোহেলসহ কয়েকজন লোক সাদা শার্ট, জিন্সের প্যান্ট পরা একজন লোককে কিল, ঘুষি ও লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটি চিৎকার করছিল এবং তাদের সঙ্গে না যাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছিল। শুভ, সোহাগ ও বাদল তাঁর সামনে ছিল, তিনি পেছনে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পাশের বাসার গেটের কাছে যাওয়ার একটু পরেই শুভ হঠাৎ পেছনের দিকে পিছিয়ে এসে তাঁকে সামনে এগুতে নিষেধ করে এবং বলে মা, ‘সামনে কয়েকজন লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে’। তিনি হঠাৎ করেই ‘ঠাস্’ করে একটি শব্দ শুনতে পান। ওই সময়ে তিনি শুভ ও সোহাগকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি সামনের দিকে একটু এগিয়ে যেতেই আরো একটি শব্দ শুনতে পান। ওই সময়ে তাঁর একটু সামনেই একজনকে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকতে দেখেন। পরমূহুর্তেই তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর ছেলে শুভই দেয়ালের সঙ্গে ঢলে মাটিতে পড়ে আছে। তিনি দেখতে পান যে, শুভর মুখে গুলি লেগেছে এবং মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে আত্মীয় স্বজনকে ডাকতে থাকেন। তিনি তাঁর আরেক ছেলে সোহাগের হাঁটুর নিচে এবং শুভর সহপাঠী বাদলের বাম হাত ও পেটের বাঁ দিকে গুলি লেগে রক্ত পড়তে দেখেন। কিছুক্ষণ পরে এলাকার লোকজন আসে এবং একটি প্রাইভেটকারে করে গুলিবিদ্ধ তিনজনকেই নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত ডাক্তার শুভকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সোহাগকে ঢাকা জাতীয় অর্থপেডিকস ও পূর্ণবাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু) হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। শুভর সহপাঠী বাদলকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাসায় নিয়ে আসা হয়। তিনি জানান, নারায়ণগঞ্জে ময়না তদন্ত করার ব্যবস্থা না থাকায় শুভর লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছিল।

২৯ জুন ২০১১ র‍্যাবের এক সদস্য তাঁর কাছে আসে এবং তাঁকে স্বান্তনা দেন। র‍্যাব সদস্য তাঁকে বোন সম্বোধন করে বলেন, ‘আপনি আমার বোন, আমার ভাগিনা শুভ মারা গিয়েছে, এ ব্যাপারে আমরা যা করার করবো। যারাই শুভকে গুলি করে হত্যা করেছে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়াও র‍্যাব সদস্যটি তাঁকে জানান, র‍্যাব সদস্যদের গুলিতে নয় বরং মাদক বিক্রেতা দুর্বৃত্তদের গুলিতেই শুভ মারা গেছে।

রহিমা বেগম ধারনা করেন, শুভ যখন দৌঁড় দিয়েছিল তখনই কেউ শুভর মুখের কাছে অস্ত্র ধরে গুলি ছুঁড়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন, অন্যদের হাত-পায়ে-পেটে গুলি লাগলো অথচ শুভর মুখে লাগলো কেন? তিনি বলেন, র‍্যাব হোক আর সন্ত্রাসী হোক কাউকেই তো এখন পর্যন্ত প্রশাসন গ্রেফতার করতে পারছেনা। তিনি বাদী হয়ে দুর্বৃত্ত মনির হোসেন, ফাইটার সোহেল, আরিফ এবং ভুলুসহ আলী হোসেন গ্রুপের আরো অজ্ঞাতনামা ১০/১২জনকে আসামি করে ফতুল্লা মডেল থানায় দ-বিধির ১৪৩/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ ধারায় একই উদ্দেশ্যে খুন করার লক্ষ্যে গুলি করে গুরুত্বর জখম এবং খুন করার অপরাধে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৩১। তারিখঃ ১৫/০৬/২০১১।

ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ জাকির হোসেন, র‍্যাব-১০, ১ নম্বর কোম্পানী, ধলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ জাকির হোসেন অধিকারকে জানান, সোর্সের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে ১৪ জুন ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে তিনি মাদক বিরোধী অভিযানে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার পাগলা বটতলায় গিয়েছিলেন। মাদক বিরোধী অভিযানকালে এলাকার দূর্বৃত্তরা র‍্যাব সদস্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়, ছুরিকাঘাত করে এবং অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। দূর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে তাঁর বাঁ হাতের তালু গুরুতর জখম প্রাপ্ত হয়। এজন্য তিনি বাদী হয়ে কয়েকজনকে আসামী করে ফতুল্লা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৩০; তারিখঃ ১৫/০৬/২০১১। ধারা-৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৩৪ দ-বিধি। তিনি আরো বলেন, একই ঘটনায় ১৮৭৮ সালের আর্মস এ্যাক্ট (সংশোধনী)- ২০০২)-১৯(এফ)-অবৈধভাবে অস্ত্র রাখার অপরাধ ধারায় সার্জেন্ট মোঃ শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ২৯; তারিখঃ ১৫/০৬/২০১১। ঘটনাস্থল থেকে র‍্যাব সদস্যরা এলাকার সিরাজুল ইসলাম হৃদয় এবং লোকমান হোসেন নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করে।

সার্জেন্ট মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, র‍্যাব-১০, ১ নম্বর কোম্পানী, ধলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

সার্জেন্ট শফিকুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ১৪ জুন ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযানকালে মাদকদ্রব্যের ক্রেতা সেজে তারা মোট ৬ জন র‍্যাব সদস্যের একটি দল অপারেশনে ছিলেন, বাকিরা কাছাকাছি সুবিধাজনক স্থানে ছিলো। নতুন মানুষ দেখে মাদক ব্যবসায়ী দুর্বৃত্তরা সতর্ক হয়। সোর্সের কথা অনুযায়ী তিনি এবং ল্যান্স কর্পোরাল জাকির হোসেন মাদক ব্যবসায়ী দুর্বৃত্তদের আস্তানায় গলির মুখে ঢুকতেই মাদক ব্যবসায়ীরা তাঁদেরকে র‍্যাব সদস্য হিসেবে আঁচ করতে পারে এবং ঘাপটিমারা দূর্বৃত্তরা আকস্মিক হামলা করে,জাপটে ধরে মারতে থাকে,ছুরিকাঘাত করে এবং অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

তিনি বলেন, ওরা টেনেহিঁচড়ে যখন তাঁর পিস্তল নিয়ে যেতে চাচ্ছিল তখন তা রক্ষার জন্য তিনি প্রাণপন চেষ্টা করছিলেন। ঐ সময়ে ওরা তাঁকে বেধড়ক পেটায়। তিনি চোখের কোনে ঘুষি এবং বাহুতে লাঠির আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, ঠিক সে সময়েই ল্যান্স কর্পোরাল জাকির হোসেন অনন্যোপায় হয়ে ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আকাশের দিকে এক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়েন। উদ্দেশ্য ছিল আক্রমনকারীদের ছত্রভঙ্গ করা। মাদক ব্যবসায়ীরা সংখ্যায় প্রায় ২০/২৫ জন ছিল। লাঠিসোটা, ছুড়ি, চাপাতি ছিল ওদের হাতে । গুলির আওয়াজে ওরা ছত্রভঙ্গ হলে র‍্যাব সদস্যরা নিজেদের রক্ষা করেন এবং অন্য র‍্যাব সদস্যের সহায়তায় দুজন দুর্বৃত্তকে ধরতে সক্ষম হন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেজিষ্ট্রার, নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ

রেজিষ্টার অধিকারকে বলেন, পাগলার বটতলা বাজারের ঘটনার শিকার আহতদের চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ হাম্মদ আলী ভূইয়া। শুভর ভর্তি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৪৩৫৬৮/১২০,

সোহাগের ভর্তি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৪৩৮২৫, এবং বাদলের ভর্তি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৪৩৮২৮। রেজিষ্ট্রেশন বইতে রোগের বিবরণ ছিল, Brought dead, H/o bullet injured. Extern point-chin.Exit point-lower, Esclal occ. অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে চিকিৎসক ডাঃ হাম্মদ আলী ভূইয়ার সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা যায়নি।

আবু সাঈদ (৫০) শুভর বাবা

আবু সাঈদ অধিকারকে বলেন, ১৪ জুন ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে তিনি তাঁর বাসার গেটের কাছে গিয়ে দেখতে পান তাঁর ছোট ছেলে সোহাগের হাঁটু দিয়ে ও শুভর সহপাঠী বাদলের পেট ও হাতদিয়ে রক্ত ঝরছে। সোহাগ কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলে, ‘‘আব্বা তুমি শুভ ভাইয়ার কাছে যাও, ভাইয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে বাইরে পড়ে আছে’’। তিনি তখন বাড়ীর বাইরে যান এবং দেয়ালের পাশে মুখে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শুভকে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি শুভকে বাঁচানোর জন্য সবাইকে ডাকেন এবং শুভর মুখে রক্ত দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

আবদুল মালেক (৬০), শুভর নানা

আবদুল মালেক অধিকারকে জানান, ১৪ জুন ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে পরিচিত এক লোকের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, র‌্যাব সদস্যদের গুলিতে শুভ গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আহত শুভকে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তিনি তখন নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে যান এবং শুভর মৃত দেহ দেখতে পান। সেখানে ময়না তদন্ত করার ব্যবস্থা না থাকায় কর্তব্যরত চিকিৎসক লাশটি ১৫ জুন ২০১১ সকাল ১১.০০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠান। বিকেল ৫.০০টার দিকে শুভর লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়। তিনি সন্ধ্যা ৬.৩০টার দিকে শুভর লাশ নিয়ে বাসায় ফেরেন এবং পাগলা শাহী বাজার কবরস্থানে লাশ দাফন করেন।

মোঃ বাদল হোসেন রাকিব (১৫), শুভর সহপাঠী

মোঃ বাদল হোসেন রাকিব অধিকারকে বলে, শুভ এবং সে নবম শ্রেণীতে পড়ে। ১৪ জুন ২০১১ সন্ধ্যায় সে শুভদের বাসায় প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল। তাদের শিক্ষক সেদিন পড়াতে না আসায় সে শুভর সঙ্গে দোকানে যাবার জন্য বাসার বাইরে বের হয়ে দেখতে পায় কয়েকজন র‌্যাব সদস্য এবং লোকজন ছোটাছুটি করছে। তখনই একটি গুলি শুভর মুখে বিদ্ধ হয় এবং সে মাটিতে ঢলে পড়ে। একই সঙ্গে তার বাম হাতে ও পেটের বাঁ পাশে গুলি লাগে। পরে তাকেসহ শুভ ও সোহাগকে আত্মীয়-স্বজনরা হাসপাতালে পাঠায়। শুভকে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সে বাসায় ফেরে।

আব্দুল জব্বার (৩০), বাদলের ভগ্নিপতি

আব্দুল জব্বার অধিকারকে বলেন, ১৪ জুন ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে তিনি দেখেন যে, বাদলের বাম হাতে ও পেটের বাঁ পাশে গুলির আঘাত লেগেছে। তিনি তখন গামছা দিয়ে

বাদলের হাত বেঁধে অন্য দুজনের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে বাদলকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

মোঃ আনোয়ার হোসেন (৪৫), শুভদের প্রতিবেশী

মোঃ আনোয়ার হোসেন অধিকারকে জানান, ১৪ জুন ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে বাড়ীর বাইরে গুলির আওয়াজ শোনেন। তিনি বাড়ীর বাইরে এসে দেখেন যে, শুভর মা দৌঁড়াদৌঁড়ি করছে। এছাড়া দুইজন লোককেও তিনি দৌঁড়ে যেতে দেখেন। র‌্যাব সদস্যরা গুলি ছুড়ছে বলে প্রতিবেশীরা যার যার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। শুভর বাবা তাঁকে জানান, শুভর গুলি লেগেছে। তিনি তখন একটি প্রাইভেটকারে করে শুভকে আহত অন্য দুজনের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠান। এ ঘটনার ১৫ মিনিট পরে একটি র‌্যাবের গাড়ী তাঁর বাসার সামনে আসে। তখন তিনি ঘটনাস্থল থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া সেই লোক দুজনকে গাড়ীর ভেতরে দেখতে পান। তিনি তখন গাড়ীতে থাকা র‌্যাব সদস্যদের কাছে জানতে চান, ওই দুই ব্যক্তি কে? এক র‌্যাব সদস্য জানান, তাঁরাও র‌্যাব সদস্য। এখানে অভিযানে এসে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর বাড়ীর পাশে র‌্যাব সদস্যদের ফেলে যাওয়া মটর সাইকেলটি নিয়ে তাঁরা চলে যায়।

খন্দকার ফজলে রাব্বি, এএসপি, র‌্যাব-১০, ধলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

খন্দকার ফজলে রাব্বি অধিকারকে জানান, ১৪ জুন ২০১১ র‌্যাব-১০ এর একটি টিম নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। অভিযানে মাদক বিক্রেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য র‌্যাব সদস্যরা মাদক দ্রব্যের ক্রেতা সেজে ইসলামিয়া বটতলা বাজার গলিতে যায়। মাদক বিক্রেতারা র‌্যাব সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে র‌্যাব সদস্য সার্জেন্ট শফিক ও ল্যান্স কর্পোরাল জাকির হোসেনের ওপর হামলা করে। তাঁদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। মাদক ব্যবসায়ীরা র‌্যাব সদস্যদের ওপর ছুরিকাঘাত করলে র‌্যাব সদস্যরা আত্মরক্ষার্থে এক রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন। এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে তিনি জানান।

অধিকার এ ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্তদের শাস্তি প্রদানের দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-